যুগান্তর

তারিখ ...30 NOV 2007...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২...

যশোরে প্রতি বছর ৮ হাজার শিশুর শিক্ষাজীবন ঝরে পড়ে

যশোর ব্যুরো

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণার একযুগ পার হলেও যশোরের স্কুল গমনোপযোগী সব শিশু আজ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় আসেনি। মূলত পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে ওই শিশুদের স্কুলে আগমন ঘটছে না। যদিও এদের স্কুলমুখী করতে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সব শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনতে একযুগ আগে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এজন্য সরকার বিনামূল্যে বই সরবরাহসহ প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের নানা-সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। কিন্তু তারপরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ ও সব শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা যাচ্ছে না। জেলা শিক্ষা অফিসের একটি পরিসংখ্যান সূত্রে জানা গেছে, যশোরের ৮টি উপজেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ১৩ হাজার ৭১। এর মধ্যে স্কুলে ভর্তি শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৪ হাজার ৯১৯। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে ৮ হাজার ১৫২ শিশু। এছাড়া ভর্তি করা শিশুদের মধ্য থেকে ঝরে পড়ার হার ৬ দশমিক ৭২ ভাগ। সূত্র জানায়, দূরবর্তী স্কুলে যেতে শিশুরা যে ভোগান্তির শিকার হতো, তার অবসান হয়েছে। আগের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশুদের ভোগান্তি কমেছে। বর্তমানে যশোরে প্রাথমিক স্তরের ২ হাজার ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ৬৬২টি, রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ৪৮৪টি, কমিউনিটি স্কুল ৮২টি, স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা ৮৭টি, মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি ২২৫টি, বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাইমারি ৪১টি, রেজিস্ট্রেশনবিহীন ৩৬টি, কিন্ডারগার্টেন ১০৯টি, এনজিও প্রাইমারি ৩১০টি ও পিটিআই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সূত্রটি জানিয়েছে, সাধ্যমতো চেষ্টার পরও সব শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ দরিদ্রতা। বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের বেশিরভাগ অভিভাবকই দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ। তারা সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে গ্যারেজ, চায়ের দোকান, মুদি দোকানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেটেভাতে কিংবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে কাজে পাঠায়। ফলে কোমলমতি শিশুদের হাতে বই-খাতার পরিবর্তে স্থান করে নেয় চায়ের কেটলি, হাতুড়ি কিংবা ওয়েল্ডিং শিখা। এভাবে শিশুরা ওই দরিদ্র সংসারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে

শিশুর উপার্জিত সামান্য অর্থই ওই পরিবারের কাছে মূল্যবান হয়ে দেখা দেয়ায় বিনামূল্যের বইসহ সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলোও ওই শিশুদের স্কুলে টেনে আনতে পারছে না। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের একান্ত চেষ্টার পরও নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশু থেকে যাচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে।